যুগান্তর

তারিখ 09 AUG 2015
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ২

রাবি ক্যাম্পাসে ঝুঁকিপূর্ণ ৪ রেলক্রসিং

পাঁচ বছরে ২ ছাত্রীসহ কাটা পড়েছে ৪ জন

হাসান আদিব, *রাবি থেকে*

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে রেললাইনের ওপর দিয়ে যাওয়া রাস্তার চারটি ক্রসিংয়ের মধ্যে তিনটিতেই নেই কোনো গেটম্যান ও ব্যারিকেড। অপর ক্রসিংটিতে রয়েছে নামে মাত্র ব্যারিকেড। উন্মুক্ত এসব ক্রসিংয়ের সামনে পেছনে উঁচু দেয়াল ও গাছপালায় আড়াল হয়ে থাকার কারণে প্রায়ই ঘটছে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। বিগত পাঁচ বছরে ক্রসিংগুলোতে দুর্ঘটনায় ঝরে গেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী দুই ছাত্রীসহ ৪ জনের তাজা প্রাণ।বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর প্রফেসর তারিকুল হাসান বলেন, ক্রসিংগুলোতে গেট দেয়া রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব। 'দেশের অনেক রেল ক্রসিংয়েই গেটম্যান (প্রহরী) নেই। তবুও শিক্ষার্থীদের স্বার্থে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরের ক্রসিংগুলোতে গেটম্যান দেয়ার জন্য কথা বলেছি।' তবে ক্রসিংগুলোতে গেটম্যান দেয়ার সম্ভাবনা এখন নেই বলে জানান তিনি। রাজশাহী রেলওয়ের নির্বাহী প্রকৌশলী মহিউদ্দীন খান বলেন, 'ক্রসিংগুলোতে প্রহরী ও ব্যারিকেড দেয়ার চিন্তা-ভাবনা করা হচ্ছে। নিয়ম অনুযায়ী রেল লাইনের ওপর দিয়ে যে প্রতিষ্ঠান (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়) রাস্তা নেবে তাদেরকেই গেট নির্মাণের খরচ বহন করতে হবে।' কিন্তু এই নিয়মে গেট নির্মাণে বিশ্ববিদ্যালয় সাড়া না দেয়ায় কাজও হচ্ছে না। জানা গেছে, সবশেষ এ বছরের ১৭ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় গোরস্থান সংলগ্ন ক্রসিংয়ে ঢাকা থেকে রাজশাহীগামী ধূমকেতু এক্সপ্রেসের ধাক্কায় রাজশাহীর অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের গাড়ি ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। গুরুতর আহত হন গাড়ির চালক আজহারুল ইসলাম। এর আগে গত বছরের ১৪ জুলাই চারুকলা গেট এলাকায় ট্রেনে কাটা পড়ে মারা যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত গণিত বিভাগের মেধাবী ছাত্রী ইসরাত আরেফিন। একই বছরের ১৩ মে মেহেরচণ্ডী এলাকার ক্রসিংয়ে কাটা পড়ে মারা যায় সোহেল রানা নামে স্থানীয় এক যুবক। ২০১৩ সালের ৩০ নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় স্টেশনের পাশে শামীমা আক্তার নামে এক গৃহবধূ ট্রেনে কাটা পড়ে মারা যান। এছাড়া ২০১০ সালের ২৪ জানুয়ারি বধ্যভূমি এলাকার ক্রসিংয়ে শামসাদ পারভীন আনু নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসি বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের মেধাবী ছাত্রীর ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু হয়।

এছাড়া অহরহ দুর্ঘটনা যেমন ঘটছে, তেমনি ঝুঁকিও থাকছে। ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে চারটি রেল ক্রসিং রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ও কৃষি অনুষদের প্রবেশদ্বারে, স্টেশন বাজারে, বিশ্ববিদ্যালয় গোরস্থান এলাকায় মেহেরচণ্ডী কড়াইতলা বাজারের রাস্তায় ও বধ্যভূমি থেকে বের হয়ে বুধপাড়া যাওয়ার রাস্তায় এগুলোর অবস্থান। এর মধ্যে চারুকলা ও কৃষি অনুষদে যাওয়ার রাস্তার ও স্টেশন বাজার এলাকার ক্রসিং দুটি দিয়ে শিক্ষার্থীদের বড় একটি অংশ নিয়মিত চলাচল করেন। চারুকলা গেট এলাকার ক্রসিং দিয়ে প্রতিদিন ওই দুটি অনুষদের প্রায় দেড় থেকে দুই হাজার শিক্ষার্থী ও শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়মিত চলাচল করেন। আর স্টেশন বাজার সংলগ্ন ক্রসিংটিতে শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মাদার বখ্শ, জিয়া ও হবিবুর রহমান হলের শিক্ষার্থীরা সর্বদা চলাচল করে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের একটি বড় অংশ মেহেরচণ্ডী ও বুধপাড়া এলাকার মেসগুলোতে অবস্থান করায় তারাও এসব ক্রসিং পার হয়েই নিয়মিত ক্যাম্পাসে যাতায়াত করেন। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বড় অংশ নিয়মিত ঝুঁকি নিয়ে এ অঞ্চলের ক্রসিং পারাপার হন।